২৩/৭/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাঃ বিঃ ভিসি 'সন্ত্রাসীদের গডফাদার'?

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী অবশেষে 'সন্ত্রাসীদের গডফাদার' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ (ছাত্রলীগ বাদে) তাকে এ উপাধি দিয়েছে। গত ১৬ জুলাই সর্বপ্রথম বাম ছাত্র সংগঠনের জোট গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য মধুর কেন্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভিসি আজাদ চৌধুরীকে 'সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের' সাথে তুলনা করে। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ভিসির সমালোচনা করে বলেন, 'ফেনীর জয়নাল হাজারী বা লক্ষীপুরের তাহের কিংবা অন্যান্য এলাকার সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের সাথে ভিসির কোন ফারাক লক্ষ্য করা যায় না'। এরপর গত শুক্রবার প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের অন্যতম বৃহৎ ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ আজাদ চৌধুরীকে 'সন্ত্রাসীদের গডফাদার' আখ্যা দেয়। ক্যাম্পাসে মিছিলে আজ ছাত্র দল নেতা-কর্মীরা শ্লোগান তুলছে 'সন্ত্রাসীদের গডফাদার- আজাদ চৌধুরী ক্যাম্পাস ছাড়।' সভা-সমাবেশে বক্তৃতায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাকে এ নতুন খেতাবে ভূষিত করছেন। শুধু তাই নয়, ভিসির বাসভবন-

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাঃ বিঃ ভিসি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

এমনকি গতকাল ক্যাম্পাসে এক সমাবেশ থেকে ভিসির দেহ তল্লাশি করার দাবী জানিয়েছে ছাত্রদল।

ছাত্র সংগঠনসমূহের দৃষ্টিতে কেন আজাদ চৌধুরী 'সন্ত্রাসীদের গডফাদার'- এ প্রশ্নের জবাবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ যে সকল কারণ উল্লেখ করেছেন, তাহলো : এক. আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ হলগুলো থেকে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিতাড়িত করে হলগুলো ছিনতাইকারী, অস্ত্রধারী, বহিরাগত, টোকাই, ঢাকা শহরের চিহ্নিত, দাগী সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীদের নিরাপদ আস্তানায় পরিণত করলেও ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ক্যাম্পাস এখন ছাত্রলীগের বহিরাগত ক্যাডারদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে।

দুই. ক্যাম্পাস এলাকায় গত পাঁচ বছরে খুন, দুই শিক্ষকের বাসায় ডাকাতি, অপহরণ, ছিনতাই-এর মতো অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এ সকল অপরাধ দমন ও এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

তিন. ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হলে হলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মী ও নিরীহ ছাত্রদের ওপর একের পর এক অত্যাচার-নির্যাতন ও হল থেকে বিতাড়িতসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটালেও এদের বিরুদ্ধে তেমন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ। ২/১টি বাদে এ সকল ঘটনায় তদন্ত কমিটি পর্যন্ত গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। 'ছাত্রলীগের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ খুন মাফ'।

চার. হলগুলোতে সন্ত্রাসীরা অবৈধ অস্ত্র ও গোলা-বারুদের মজুদ গড়ে তোলা হলেও তা উদ্ধার করা হয়নি। বরং কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে অস্ত্রধারীদের পক্ষে সাফাই গেয়েছে। রাতে গুলীর শব্দে বিভিন্ন হল প্রকম্পিত হয়ে উঠলেও কর্তৃপক্ষ বলেছে- 'তাদের জানা মতো হলে কোন অস্ত্র নেই'।

পাঁচ. ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সন্ত্রাসের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ ক্যাডারকে লোক দেখানো বহিষ্কার করলেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ত্যাগের আগেই এদের অধিকাংশের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাদের পুনর্বাসন করা হয়।

ছাত্রদলের এক নেতা এ প্রতিবেদককে জানান, 'ছাত্রলীগকে ভিসি আজাদ চৌধুরী যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছেন। ভিসি জানেন যে, সাধারণ ছাত্রদের মাঝে ছাত্রলীগের অবস্থান নেই। তাই ৫ বছরে বার বার ডাকসু নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েও নির্বাচনের ঘোষণা দেয়া হয়নি। অস্ত্রের জোরে যাতে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে টিকে থাকতে পারে এ জন্য ভিসি ছাত্রলীগকে সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন।